মিতাকে মনে পড়ে

জসিম মল্লিক

১.

নিজের কথা বলতে ভালবাসেনা বা নিজেকে ভালবাসেনা এমন লোক বেশী খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমন অনেক লোকও আছে যারা নিজের কথা বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে যায়। দু'ঠোঁটের ফাক গলে গ্যাজলা বের হয়ে যায় তাও থামানো যায় না। একটা ঘটনার কথা বলা যাক। বছর কয়েক আগের কথা। তখন আমি অটোয়ায় থাকি। আমি আমার এক বন্ধুর সাথে গিয়েছি এক অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠান তখনও শুরু হয়নি। হবে হবে অবস্থা। হঠাৎ দেখলাম এক লোক খুউব ছোটাছুটি করছে। একবার এর কাছে তো আর একবার আর এক জনের কাছে ছুটছে। আমি ঘটনাটা কী বোঝার চেষ্টা করছি। সাধারণতঃ আমি কারো ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাই না, বা কোনো কিছু নিয়ে অহেতুক মাতামাতি করাও আমার স্বাভাব বিরুদ্ধ। কারো প্রতি আমার এত অনুরাগও নেই বিরাগও নেই। এমনিতেও আমি খুব বেশী মানুষকে চিনিনা বা আমাকেও খুব অল্প মানুষেরাই চেনে। এই যে কম জানাজানি বা কম পরিচিতি, তাতে আমার তো খারাপ লাগে না! নিজেকে চেনানোর জন্য ঘাম ঝরানোর কোনো ইচ্ছাই আমার নেই।

আমি বসে ছিলাম একদম পিছনের আসনে। আমি সব সময়ই ব্যাকবেঞ্চার। স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আমার অবস্থান ছিল পিছনের আসনে। বস্তুত এখনও তাই। আমার বন্ধুটির উপস্থিত বুদ্ধি খুবই ভাল। যে কোনো পরিস্থিতি সামাল দেয়ার ক্ষমতা তার আছে। আমি আমার বন্ধুকে বললাম, মনে হয় লোকটির কোনো সমস্যা হয়েছে। তুমি দেখোতো ব্যাপারটা কি। আমার বন্ধু অস্থির লোকটিকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, আপনার কি কোনো সমস্যা হয়েছে ভাই! লোকটি অবাক হয়ে বলল, নাতো কী সমস্যা হবে!

না মানে যেভাবে ছুটছেন লোকজন ভয় পেয়ে গেছে!

লোকটা অমায়িক হেসে বলল, না সেরকম কিছু না। আমি একজন লেখক, বছর কয়েক আগে আমার একটি বই প্রকাশিত হয়েছে সেটাই এই লোকজনকে দেখাচ্ছি। এই বলে লোকটি একটি ঝোলার মধ্য থেকে চটি জাতীয় একটি বই বের করে বন্ধুকে দেখালো।

নতুন আমদানী বুঝি!

জ্বী জ্বী। নতুনই বলা যায়। তিন মাস।

এই জন্যই। এ মাল আগে কখনও দেখিনিতো!

আপনার নামটা ভাইজান!

লেখক তার নাম বলল, নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন!

বাপের জন্মেও শুনিনি।

লোকটা একই সঙ্গে ব্যথিত এবং ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, শোনেন নি! বন্ধুটি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি শুনেছো! আমি উত্তর দেয়ার আগেই বন্ধুটি আমাকে দেখিয়ে বলল, এর নাম শুনেছেন! এও লেখে! আমার নাম বলায় লোকটা আকাশ থেকে পড়লো। বোঝা যায় শেনেনি। আমি বেকুবের মত তাকিয়ে থাকলাম। ভাবলাম আমার এতগুলো বই প্রকাশিত হয়েছে অথচ কখনও আমার সাথে বই থাকে না, এমনকি আমার কাছে একটা কলম পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

বন্ধুটি তাকে বলল, আচ্ছা ভাইসাব আপনি কী লেখেন!

আমি সবই লিখি। গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, গান, চিত্রনাট্য, প্রবন্ধ, ছড়া...

রবীন্দ্রসঙ্গীত লেখেন না!

তাও লিখি!

আসলে এই ধরনের বিচিত্র প্রতিভার লোক সর্বত্রই পাওয়া যাবে।

২.

সম্প্রতি ছন্দা নামে একজন আমাকে ই-মেইল করে বস্টন থেকে। সে জানতে চায় আমি বেবী নামে কাউকে চিনি কিনা। বেবীর পুরো নাম এবং কোথায় থাকে সে বিস্তারিত জানায়। ছন্দা হচ্ছে বেবীর ছোটবোন। আমি অনেক চেষ্টা করেও বেবীর কথা মনে করতে পারি না। বেবী ছিল আমার পত্রবন্ধু। আশির দশকের শুরুতে যখন সাপ্তাহিক বিচিত্রায় ব্যাক্তিগত বিজ্ঞাপন প্রবল জনপ্রিয় হয়ে উঠে তখন আমিও বিজ্ঞাপন দাতাদের একজন ছিলাম। পয়সার বিনিময়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে তরুন তরুনীদের মনের অব্যক্ত কথা প্রকাশ করার এক অভিনব উপায় বের করেছিলেন বিচিত্রার সম্পাদক শাহদত চৌধুরী। বিচিত্রার জনপ্রিয়তা এমনই এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে একটা বিজ্ঞাপন ছাপা হলে গন্ডায় গন্ডায় চিঠি আসত। তখন চিঠির জন্য ডাক বিভাগ ছিল একমাত্র ভরসা। তখন আমি এত

চিঠি লিখতাম আর চিঠি পেতাম যে ডাক বিভাগ কর্তৃপক্ষ বরিশালে আমাদের এলাকায় একটা সাব পোষ্ট অফিস খুলেছিল।

বিচিত্রা ছাড়াও আমি নানা পত্রিকায় চিঠিপত্র লিখতাম। সে সময় আমার প্রায় শ'কয়েক পত্রবন্ধু হয়েছিল। কেউ কেউ টিকে ছিল অনেকদিন। আমার সংগ্রহে কয়েক হাজার চিঠি ছিল। বলা বাহুল্য তার অধিকাংশই মেয়েদের। বেবীও তাদেরই একজন ছিল। এতবছর পর ফেসবুকের সুবাদে আমার সন্ধান পাওয়া সহজ হয়। ছন্দা জানিয়েছে বেবী আমার কাছে যত চিঠি লিখত তার সবই পোষ্ট বক্সে ফেলত সে। এজন্য আমার নামটা তার মনে আছে। ছন্দা নিজেও লেখালেখি করে। কাকতলীয় ব্যপার হচ্ছে তিরিশ বছর আগের 'মায়া কাহিনী' লিখা শেষ করে আবার বেবী কাহিনী লিখতে হচ্ছে। দু'জনই একই শহরের মেয়ে। কিন্তু এই লেখার শিরোনাম কেনো 'মিতা কাহিনী' সে কথা বলা যাক।

৩.

তসলিমা নাসরিন বা ফজলুল বারীর মতো অনেক নামকরা লেখকদের সাথে পত্রমিতালী ছিল আমার। এই দু'জনের নাম উলেখ করলাম এজন্য যে দু'জনই অসাধারণ পত্র লিখতেন। তবে সবার নাম ছাপিয়ে যে নামটি আমার মনে প্রবল ভাবে আলোড়ন তুলেছিল তার নাম মিতা। বগুড়ার শিববাটির একটি বিখ্যাত ফ্যামিলির মেয়ে। সুন্দর এনভেলাপ এবং সুন্দর লেটার হেডে চিঠি লিখত সবসময় মিতা। সে সময় বগুড়ার মতো শহরে এরকম চমৎকার এনভেলাপ বা লেটারহেড সংগ্রহ করা এত সহজ ছিল না। মিতার চিঠি কখনও এক পৃষ্ঠার বেশী হতো না। সেই এক পৃষ্ঠার চিঠি পাওয়ার জন্য আমি প্রতিদিন রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম কখন ডাকপিয়ন আসবে। চিঠি যখন খুলতাম ভিতর থেকে সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ত। কখনও থাকত গোলাপের পাপড়ি। আমি অতি যত্নে চিঠিগুলো সংগ্রহ করতাম।

একবার হুট করে চলে গেলাম বগুড়া। আমি কখনও পত্রবন্ধুদের সাথে দেখা করতে চাইতাম না। দূরের মানুষ দূরে থাকাই ভাল। তারপরও অনেকের সাথেই দেখা হয়েছে। যেমন ঢাকার আজিম পুরের শাহ সাহেব বাড়ির জেসমিন আপার (ছদ্ম নাম রজনী, এই নামেই বিচিত্রায় ব্যাক্তিগত বিজ্ঞাপন দিতেন)) সাথে দেখা হয়েছে। তিনি ছিলেন অসাধরন সুন্দরী। এখন হাওআইয়ে থাকেন। বেবীর সাথে আমার কখনও দেখা হয়নি। সবচেয়ে বেশী সখ্যতা হয়েছিল মসিউর রহমান খোকনের সাথে। তিনি অন্যদিন পত্রিকায় অনেকদিন কাজ করেছেন। শুধু চিঠি চালাচালিই না আমাদের অনেক স্মৃতিও আছে।

তো দুরু দুরু বক্ষে একদিন গিয়ে হাজির হলাম মিতাদের বাসায়। মিতাকে কিছু না জানিয়েই গেলাম। মিতার ভাবি আমাকে নামে চিনলেন এবং আপ্যায়ন করলেন। কিন্তু অনেকক্ষন বসে থেকেও মিতার সাথে আমার দেখা হয়নি। কোনো যে মিতা আমার সামনে এলো না সেই রহস্য আজও উন্মোচিত হয় নি। তারপর একদিন মিতা লিখল যে সে আমেরিকা চলে যাচ্ছে। সেই চিঠি পড়ে আমার বুকের মধ্যে কেমন ব্যথা করেছিল। তখন দুরে চলে যাওয়াকে মৃত্যুর মতো বেদনাদায়ক মনে হয়েছে! কেনো আমি আজও তা জানি না! মিতাকে এখনও মনে পড়ে! অথচ মিতাকে আমি দেখিইনি! কোথায় আছে তাও জানি না!

১৭ মে, ২০১০

jasim.mallik@gmail.com

Toronto